أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 99 - 3) www.motaher21.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ।"

" All the praises and thanks be to Allah."

সুরা: আল-ফাতিহা

আয়াত নং :-২

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ

যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়

৩ নং আয়াতের তাফসীর:

“আর রহমান ও আর রহীম” এ দু’টি আল্লাহ তা‘আলার সুউচ্চ গুণাবলী এবং সুন্দর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম। الرَّحْمٰنِ (আর রহমান) ও الرَّحِيْمِ (আর রহীম) উভয়টি رَحْمَةٌ (রহমাতুন) শব্দ থেকে গৃহীত। আবার কেউ বলেছেন, এগুলো কোন শব্দ থেকে গৃহীত নয়।

الرَّحْمٰنِ (আর রহমান) নামটি الرَّحِيْمِ (আর রহীম) থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরসহ দুনিয়ার সকল মাখলুকের জন্য রহমান বা দয়াময়, আর রহীম বা দয়ালু পরকালে শুধু মু'মিনদের জন্য। (আযওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর)

প্রসিদ্ধ তাবিঈ আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন: الرَّحْمٰنِ (আর রহমান) নামে যখন চাওয়া হয় তখন প্রদান করা হয়। আর الرَّحِيْمِ (আর রহীম) নামে যখন চাওয়া হয় না তখন তিনি রাগ করেন। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে চায় না, তিনি তার প্রতি রাগ করেন। (তিরমিযী হা: ৩৩৭৩, সহীহ; ইবনে কাসীর)

ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহঃ) তাঁর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন .....আল আরযামী (রহঃ) বলেন: (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) দয়াময় ও দয়ালু, الرَّحْمٰنِ (আর রহমান) বা দয়াময় সকল সৃষ্টি জীবের জন্য, আর الرَّحِيْمِ (আর রহীম) বা দয়ালু শুধু মু'মিনদের জন্য। (তাফসীর তাবারী, ১/১১৭) এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَي الْعَرْشِ الرَّحْمٰنِ)

"অতঃপর আরশের ওপর সমুন্নত হলেন দয়াময় আল্লাহ।" (সূরা ফুরকান ২৫:৫৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(اَلرَّحْمٰنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوٰي)

"দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত।"(সূরা ত্বহা ২০:৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা তার রহমান নাম দ্বারা আরশের ওপর সমুন্নত হবার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে সকল মাখলুককে তার রহমতে শামিল করে নেন।

অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا)

“তিনি মু’মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।”(সূরা আহযাব ৩৩:৪৩) এখানে তাঁর রহীম নাম শুধু মু’মিনদের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

মুফাসসিরগণ বলেন: এ আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে যে, রহমান গুণটি রহীম থেকে ব্যাপক যা উভয়কালের সকল মাখলুকের জন্য প্রযোজ্য। আর রহীম শুধু মু’মিনদের জন্য সীমাবদ্ধ। (ইবনু কাসীর, ১/৭৬, অত্র আয়াতের তাফসীর)

الرَّحْمٰنُ (আর রহমান) নামটি আল্লাহ তা‘আলার সাথে খাস। এ নামে অন্য কাউকে নামকরণ করা বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰي)

“বল: ‘তোমরা ‘আল্লাহ’নামে আহ্বান কর বা ‘রহমান’নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।”(সূরা ইসরা ১৭:১১০)

এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এর বিশেষণের পর

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ﴾

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। (১৫ নং সূরাহ্ হিজর, আয়াত নং ৪৯-৫০, তাফসীর কুরতুবী ১/১৩৯) মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (৬ নং সূরাহ্ আন'আম, আয়াত নং ১৬৫)

'রাব্ব শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ দু'টির মধ্যে আশা ভরসা আছে। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

'যদি ঈমানদারগণ মহান আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হতো তাহলে তাদের অন্তর থেকে জান্নাতের নন্দন কাননের লোভ লালসা সরে যেতো এবং কাফিররা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া-দাক্ষিণ্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখতো তাহলে তারা কখনো নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতো না।' (সহীহ মুসলিম ৪/২১০৯)

'রহমান-রাহীম' শব্দদ্বয়ের কারণে মূল আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত এবং সকল প্রকার প্রশংসার একচ্ছত্র অধিকারী কেবল এই জন্য নয় যে তিনি রববুল আলামীন, বরং এই জন্যও যে, তিনি 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম'। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতে এই যে নিঃসীম শান্তি শৃংখলা ও সামঞ্জস্য-সুবিন্যাস বিরাজিত রয়েছে, এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ্র রহমত সাধারণভাবে সব কিছুর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সৃষ্টিই আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করেছে। কাফির, মুশরিক, আল্লাহ্দ্রোহী, নাস্তিক, মুনাফিক, কাউকেও আল্লাহ্ তার রহমত হতে জীবন-জীবিকা ও সাধারণ নিয়মে বৈষয়িক উন্নতি কোন কিছু থেকেই– বঞ্চিত করেন নি। এমন কি, আল্লাহ্র অবাধ্যতা এবং তাঁর বিরোধিতা করতে চাইলেও আল্লাহ্ নিজ হতে কাউকেও বাধা প্রদান করেন নি; বরং তিনি মানুষকে একটি সীমার মধ্যে যা ইচ্ছে তা করারই সুযোগ দিয়েছেন। এই জড় দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহ্র নিয়ম। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর আমার রহমত সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে। " [সূরা আল-আরাফ: ১৫৬]

কিন্তু এই জড় জগত চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর যে নূতন জগত স্থাপিত হবে, তা হবে নৈতিক নিয়মের বুনিয়াদে স্থাপিত এক আলাদা জগত। সেখানে আল্লাহ্র দয়া অনুকম্পা আজকের মত সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে না। তখন আল্লাহ্র রহমত পাবে কেবলমাত্র তারাই যারা দুনিয়ায় আখেরাতের রহমত পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট

সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। ‘রাববুল আলামীন' বলার পর ‘আর-রাহমান’ ও ‘আর-রাহীম’ শব্দদ্বয় উল্লেখ করায় এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিশ্ব-লোকের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষন ও ক্রমবিকাশ দানের যে সুষ্ঠু ও নিখুঁত ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন, তার মূল কারণ সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে ‘রাহমান’ এর পর "রাহীম' উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাই বলতে চান যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্র নিরপেক্ষ ও সাধারণ রহমত লাভ করে কেউ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় মেতে না যায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর দেয়া দ্বীনকে ভুলে না বসে। কেননা দুনিয়ার জীবনের পর আরও একটি জগত, আরও একটি জীবন নিশ্চিতরূপে রয়েছে, যখন আল্লাহ্র রহমত নির্বিশেষে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনই হবে সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত।

মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তর্নিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় ‘রহমান’ শব্দের পরে আবার ‘রহীম’ বলার মধ্যেও এই একই নিগূঢ় তত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় ‘রহমান’ একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার ‘রহীম’ শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য ‘দাতা’ বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে ‘দানবীর’ শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় ‘সাদা’ শব্দটি বলার পর আবার ‘দুধের মতো সাদা’ বলে থাকি।

رَحمان শব্দটি فَعلان এর ওজনে। আর رَحِيم শব্দটি فَعِيل এর ওজনে। দু'টোই মুবালাগার স্বীগা (অতিরিক্ততাবোধক বাচ্য)। যার মধ্যে আধিক্য ও স্থায়িত্বের অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ অতীব দয়াময় এবং তাঁর এ গুণ অন্যান্য গুণসমূহের মত চিরন্তন। কোন কোন আলেমগণ বলেছেন 'রাহীম'-এর তুলনায় 'রাহমান'-এর মধ্যে মুবালাগা (অতিরিক্ততাঃ রহমত বা দয়ার ভাগ) বেশী আছে। আর এই জন্যই বলা হয়, 'রাহমানাদ্দুনিয়া অল-আখিরাহ' (দুনিয়া ও আখেরাতে রহমকারী)। দুনিয়াতে তাঁর রহমত ব্যাপক; বিনা পার্থক্যে কাফের ও মু'মিন সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তবে আখেরাতে তিনি কেবল 'রাহীম' হবেন। অর্থাৎ, তাঁর রহমত কেবল মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। اللَّهُمَّ! اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত কর!)

(আ-মীন)

সুরা: আল-ফাতিহা

আয়াত নং :-৩

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ

প্রতিদান দিবসের মালিক।

৪ নং আয়াতের তাফসীর:

ক্বিরা'আত প্রসঙ্গ

কতিপয় ক্বারী

مَلِك يَوْمِ الدِّيْنِ

পড়েছেন। আবার অন্যান্যগণ

مَالِك يَوْمِ الدِّيْنِ

পড়েছেন। উভয় ক্বিরা'আতই বিশুদ্ধ মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত অনুমোদিত সাতটি ক্বিরা'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ مليك ও পড়েছেন। নাফি' থেকে এক ক্বিরা'আত এটাও বলা হয়েছে যে, 'কাফ' বর্ণে যের দিয়ে ملكِي পড়তে হবে। তবে প্রথম ক্বিরা'আত দু'টি অর্থগত ভাবে অগ্রগণ্য। আর দুটোই বিশুদ্ধ ও উত্তম। অবশ্য ইমাম যামাখশারী (রহঃ) مُلْكِ কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তা মাক্কা ও মাদীনায় বসোবাস কারীদের ক্বিরা'আত। আর এর স্বপক্ষে মহান আল্লাহর বাণীঃ

"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ"

'আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার?' (৪০ নং সূরাহ আল মু'মিন, আয়াত ১৬) এবং

"قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ"

‘তাঁর কথাই প্রকৃত সত্য, সেদিন কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই হাতে।’ (৬ নং সূরাহ আল আন‘আম, আয়াত ৭৩) আয়াত দু’টিতে مُلْك পড়া হয়ে থাকে।

বিচার দিনে মহান আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক

মহান আল্লাহর এ উক্তি অনুসারে কিয়ামত দিবসের সাথে তাঁর অধিকারকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামত ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অধিকারী থেকে তিনি অস্বীকার করেছেন। কেননা ইতোপূর্বে তিনি স্বীয় বিশেষণ ‘রাব্বুল ‘আলামীন’ রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই জড়িত রয়েছে। কিয়ামত দিবসের সাথে অধিকারকে নির্দিষ্টকরণের কারণ এই যে, সেই দিন তো আর কেউ সার্বিক অধিকারের দাবীদারই হবে না। বরং সেই প্রকৃত অধিকারী মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবে না। এমনকি চুঁ শব্দটিও করতে পারবে না। যেমন তিনি বলেনঃ

﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴾

সেদিন রুহ্ ও ফিরিশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (৭৮ নং সূরাহ্ নাবা, আয়াত নং ৩৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِىَ لَهُ قَوْلًا﴾

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। (২০ নং সূরাহ্ তা-হা, আয়াত নং ১০৯) তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّ سَعِيْدٌ﴾

যখন সেই দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবস আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ব্যতীত কথাও বলতে পারবে না, অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ১০৫)

‘ইয়াওমিদ্দীন’ এর অর্থ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সেদিন তাঁর রাজত্বে তিনি ছাড়া আর কেউই থাকবে না। যেমন দুনিয়ার বুকে রূপক অর্থে ছিলো। يَوْمِ الدِّيْنِ-এর ভাবার্থ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যেদিন সমস্ত ভালো-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেরা প্রতিদান দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে মার্জনা করেন তাহলে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক কাজ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, ১/১৯) সাহাবী (রাঃ), তাবি‘ঈন (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় সৎ ব্যক্তিগণ হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ مالك يوم الدين এর ভাবার্থে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ কিয়ামত ঘটাতে সক্ষম। ইবনু জারীর (রহঃ) এ হাদীসটিকে য‘ঈফ বলেছেন।

বাহ্যিকভাবে এ দু’টো কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। প্রত্যেক উক্তিকারী অন্যের উক্তিকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে উক্তিগুলোর পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে প্রথম উক্তির প্রতি বেশি প্রমাণ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾

‘সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব হবে দয়াময় মহান আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য দিনটি হবে কঠিন।’ (২৫ নং সূরাহ আল ফুরক্বান, আয়াত-২৬) আর দ্বিতীয় উক্তিটি সাদৃশ্যশীল নিম্নোক্ত আয়াতের সাথেঃ

وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ

‘আর যখনই তিনি বলবেন, ক্বিয়ামত ‘হও’, তখনই তা হয়ে যাবে’। (৬ নং সূরাহ্ আন‘আম, আয়াত নং ৭৩) মহান আল্লাহই এসব বিষয়ে ভালো জানেন।

মহান আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক

কেননা মহান আল্লাহই সব কিছুরই প্রকৃত মালিক। যেমন তিনি বলেনঃ

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ﴾

তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি। (৫৯ নং সূরাহ্ হাশর, আয়াত নং ২৩)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে এই মারফূ' হাদীসটি বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

'ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ বলা হয়। কারণ সব কিছুরই প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই।' (সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৮৫৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৭৭৪) উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এসেছেঃ

يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ (أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেদিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর ডান হাতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে, তারপর তিনি বলবেনঃ 'আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সেই প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেলো? কোথায় রয়েছে সেই মদমত্ত অহঙ্কারীরা?' (সহীহুল বুখারী, ৬১৫৪ ও ৬৯৪৭, সহীহ মুসলিম ৪/২১৪৮) কুর'আনুল কারীমে আরো রয়েছেঃ

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন মহান আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমাশালী মহান আল্লাহরই। (৪০ নং সূরাহ্ মু'মিন, আয়াত নং ১৬) অন্যকে তাই শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছেঃ কুর'আনুল কারীমে রয়েছেঃ

﴿ اِنَّ اللّٰهَ قَدۡ بَعَثَ لَـكُمۡ طَالُوۡتَ مَلِكًا ﴾

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন। (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ২৪৭)

এখানে তালূতকে মালিক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছেঃ

﴿ وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ ﴾

কারণ তাদের সামনে ছিলো এক রাজা। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ৭৯) কুর'আন মাজীদের একটি আয়াতে আছেঃ

﴿ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ﴾

তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করেছেন, বাদশাহ করেছেন। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ২০)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে আছেঃ

مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ.

'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহদের ন্যায়।' (সহীহুল বুখারী, ৬/২৭৮৮, ২৭৮৯, সহীহ মুসলিম ৩/১৬০, ১৬১, ১৫১৮, ১৫১৯)

'দীন' শব্দের অর্থ

دِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, প্রতিফল এবং হিসাব নিকাশ। যেমন মহান আল্লাহ কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ করেনঃ

﴿يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾

সেদিন মহান আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন। (২৪ নং সূরাহ্ নূর, আয়াত নং ২৫) পবিত্র কুর'আনের অন্য জায়গায় আছেঃ

﴿ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ﴾

আমাদেরকে কি প্রতিফল দেয়া হবে? (৩৭ নং সূরাহ্ সাফফাত, আয়াত নং ৫৩)

হাদীসে আছেঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের কাছে প্রতিদান নেয় এবং এমন কার্যাবলী সম্পাদন করে যা অবধারিত মৃত্যুর পরে কাজে লাগে। (সুনান ইবনু মাজাহ ২/১৪২৩। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। কিন্তু আসলে হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী ছাড়াও ইমাম আহমাদ, হাকিম ও ত্বাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির কোন সূত্রই দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে মুক্ত নয়। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত সূত্রে আবূ বাকর ইবনু আবী মারইয়াম নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু 'আদী বলেন ঃ তার হাদীস দ্বারা দালীল গ্রহণ করা যায় না। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : তিনি দুর্বল। তার বাড়িতে চুরি সংঘটিত হওয়ার পর থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিলো। "সিলসিলাহ য'ঈফাহ" গ্রন্থের ২১১০ নম্বর হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরো অনেকেই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্য সূত্রে ইবরাহীম ইবনু 'আমর ইবনু বাক্র সাকসাকী রয়েছেন যাকে দারাকুতনী মাতরূক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিববান তার সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতাও কিছুই না। (বিস্তারিত দেখুন ''সিলসিলাহ য'ঈফাহ'' হাঃ ৫৩১৯)

অর্থাৎ নিজের আত্মার কাছে নিজেই হিসাব নিকাশ নিয়ে থাকে। যেমন- ফারুকে 'আযম (রাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের হিসাব নিকাশ গৃহীত হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব নিকাশ নিজেই গ্রহণ করো এবং তোমাদের কার্যাবলী দাঁড়ি পাল্লায় ওযন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরাই ওযন করো এবং তোমরা মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেই বড় উপস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করো যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবে না।' যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (৬৯ নং সূরাহ্ হাক্কাহ, আয়াত নং ১৮)

مالك এর অর্থ কোন বস্তুর ওপর এমন অধিকার থাকা যার ব্যবহার, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও হস্তান্তরসহ সকল প্রকার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখে। যেমন পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতে ও জাহান্নামে দেবেন এ ব্যাপারে তিনি ব্যতীত আর কোন মালিক নেই। তিনি দয়ালু হয়ে জাহান্নামের শাস্তিকে কারো জন্য কম করে দেবেন, আবার প্রাপ্য হিসেবে কারো জন্য বৃদ্ধি করে দেবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মালিক নেই। সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

“আল্লাহরই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য।” (সূরা শুরা ৪২:৪৯)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

(لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ)

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরা হাদীদ ৫৭:২)

অতএব আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি আল্লাহ তা‘আলা। শুধু তাই নয়, এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকও তিনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ)

“আসমান ও জমিনের এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।” (সূরা মায়িদাহ ৫:১৭)

অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন:

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)

“আসমান ও জমিনের এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।” (সূরা মায়িদাহ ৫:১৮) অতএব যিনি আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে সবকিছুর, মালিক তিনি আমাদের জীবন-মরণেরও মালিক। সুতরাং তাঁর পৃথিবীতে তাঁরই দেয়া জীবন বিধানের আলোকে আমাদের চলা উচিত।

(يَوْمِ الدِّيْنِ) “প্রতিফল দিবস” বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন এবং সেদিন আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কোন রাজাধিরাজ থাকবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ)

“প্রতিদান দিবস কী? তা কি তুমি জানো? অতঃপর বলিঃ প্রতিদান দিবস কী তা কি তুমি অবগত আছ? সেদিন কোন মানুষ অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ রাখবে না, সেদিন সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই।” (সূরা ইনফিতার ৮২:১৭-১৯)

সেদিন কোন ফেরেশতা, মানুষ, জিন কেউ কোন কিছু করতে পারবে না এবং তারা সেখানে কোন কথাও বলতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা যাকে অনুমতি দেবেন তিনি ব্যতীত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا)

“সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে।” (সূরা নাবা ৭৮:৩৮)

সেদিন আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। কাউকে কমও দেবেন না এবং কাউকে বেশিও দেবেন না। কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। ইনসাফের সাথে সকলে ভাল মন্দ কর্মের ন্যায্য প্রতিদান ও প্রতিফল পাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ)

“সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন।” (সূরা নূর ২৪:২৫)

তাই প্রতিটি মানুষের মনে রাখা উচিত যে, আমরা ভাল-মন্দ যা কিছু করব প্রতিটিরই ফলাফল ভোগ করতে হবে। অতএব আমাদের মন্দ কর্ম পরিহার করে ভাল কর্মে অগ্রগামী হওয়া উচিত।

অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকান্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সঙ্গে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না এবং পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

এখানে আল্লাহ্‌কে ‘বিচার দিনের মালিক’ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই দিনের প্রকৃত রূপটি যে কি এবং জনগণের সম্মুখে এই দিন কি অবস্থা দেখা দিবে তা এখানে প্রকাশ করে বলা হয় নি। অন্যত্র তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

(وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ـ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ـ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـــًٔا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ)

“বিচারের দিনটি কি, তা কিসে আপনাকে জানাবে? আবার জিজ্ঞাসা করি, কিসে আপনাকে জানাবে বিচারের দিনটি কি? তাহা এমন একটি দিন, যে দিন কেউই নিজের রক্ষার জন্য কোনই সাহায্যকারী পাবে না, এবং সমগ্র ব্যাপার নিরঙ্কুশ ভাবে আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত হবে "[সূরা আল-ইনফিতার: ১৭-১৯] আর (يَوْمُ الدِّيْنِ) বলিতে যে বিচারের দিন, প্রতিফল-তথা শাস্তি বা পুরষ্কারদানের দিন বুঝায়, তা অন্য আয়াতাংশে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, (يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ), "আজকের দিনে আল্লাহ্‌ লোকদের প্রকৃত কর্মফল পূর্ণ করে দিবেন" [সূরা আন-নূর: ২৫]

মোটকথা: আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করছেন, তিনি কেবল ‘রাববুল আলামীন, আর-রাহমান ও আর-রাহীমই নন, তিনি ‘মালিকি ইয়াওমিদিন'-ও। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন।

অর্থাৎ তোমরা কেউ মনে করো না যে, এই জীবনের অন্তরালে কোন জীবন নেই। এই ধারণাও মনে স্থান দিও না যে, সেদিনও তোমাদের তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা চলবে যেমন আজ চলছে বলে তোমরা ধারণা করছ বরং সে দিন নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহ্‌রই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকবে। আজ যেমন তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছ–অন্ততঃ এর পথে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় না, সে চূড়ান্ত বিচার দিনে কিন্তু তা কিছু মাত্র চলবে না। সেদিন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র মর্জি কার্যকর হবে। আজ যেমন লোকেরা সত্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট অন্যায় ও মারাত্মক যুলুম করেও সুনাম সুখ্যাতিসহ জীবন–যাপন করতে পারছে, সেদিন কিন্তু এসব ধোঁকাবাজী এক বিন্দুও চলবে না। বিচার দিবসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য আন্দাজ করা যায় এই কথা হতে যে, বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, "আজকের দিনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কার?" তার উত্তরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হবে, "তা সবই একমাত্র সার্বভৌম ও শক্তিমান আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট " [সূরা আল–গাফির:৫৯],

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা সে দিনের কথা যেদিন কোন লোকই অন্য কারও জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। সে দিন সমস্ত কর্তৃত্বই হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য " [সূরা আল–ইনফিতার:১৯] আল্লাহ্‌র এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কার্যকর হবে প্রথম সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিন হতেই। বলা হয়েছে, "আর তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানা কার্যকর হবে সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনই "[সূরা আলআন'আম: ৭৩]